International Republican Institute
1225 Eye St., NW, Suite 700
Washington, DC 20005
(202) 408-9450
(202) 408-9462 *fax*
www.iri.org

আইআরআই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক ফলাফল।

ঢাকা, বাংলাদেশ - ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট (আইআরআই) মনে করে বাংলাদেশে ডিসেম্বর ২৯, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই নির্বাচনের ফলাফলে বাংলাদেশী ভোটারদের ইচ্ছার নির্ভুল প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পরে বাংলাদেশের নেতৃত্বের এই বিষয়টি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, নির্বাচন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র, এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও জনগণের উচিত এই ফলাফল মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বার্থে একযোগে কাজ করা। আইআরআই এই নির্বাচনের চূড়ান্ত গণনা এবং অভিযোগ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া ও ঘটনাসমূহের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে।

আইআরআই-এর ৬৫ সদস্য বিশিষ্ট স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের ছয়টি (৬ টি) প্রশাসনিক বিভাগের ২৫০টিরও বেশী ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে। নির্বাচন দিবসের আগেই বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণের স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আইআরআই পর্যবেক্ষকদেরকে সম্যক ধারনা প্রদান করেছেন। এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ছাড়াও আইআরআই জুলাই ৩১ থেকে আগষ্ট ৮, ২০০৮ এবং অক্টোবর ১৩-২১, ২০০৮ তারিখ সময়ের মধ্যে দুটি নির্বাচন পূর্ব পরিস্থিতি মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। সেসময় উক্ত দল দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি মূল্যায়ন করেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে অপেক্ষা করে হলেও হাজার হাজার বাংলাদেশী ভোটারদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগ্রহ আইআরআই প্রতিনিধিদলকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছে। আইআরআই পর্যবেক্ষকগণ যেসকল ভোটকেন্দ্রসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছেন সেসকল কেন্দ্রসমূহ গোছলো ও শান্ত ছিল এবং কেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ নির্বাচনী আইন-কানুন সমন্ধে অবগত বলেই সাধারণভাবে মনে হয়েছে। কিছু প্রক্রিয়াগত অনিয়ম লক্ষ্য করা গেলেও পর্যবেক্ষকগণ বিশ্বাস করেন যে, সেসকল অনিয়মসমূহ নির্বাচনের প্রকৃয়া ও ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না।

নির্বাচন দিবসের সফলতার একটি বড় কারণ হলো প্রস্তুতকৃত নতুন ভোটার তালিকা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং জাতি সংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম (ইউএনডিপি) আট কোটিরও বেশি যোগ্য ভোটারকে নিবন্ধীকরণ ও নতুন ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিতকরণে তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রসংশার দাবীদার।

এবারের নির্বাচনের প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার যে প্রচেষ্টা দেখা গেছে তা আইআরআই প্রতিনিধি দলকে অভিভূত করেছে। নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত প্রায় ৫ শতাধিক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ছাড়াও হাজার হাজার স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ভোটগ্রহণ ও গণনা প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন।

নির্বাচনী প্রচারণা সংক্ষিপ্ত হলেও রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীসমূহ নিজেদেরকে জনগণের কাছে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সমান ও পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশী গণমাধ্যমসমূহ নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার ফলে জনগণ সময়মত নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে পেরেছেন।

আইআরআই পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে আয়োজন করার সুযোগ আছে বলে মনে করেন।

বিশেষভাবে, ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটি আরও উন্নত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তা করা গেলে ভোটকেন্দ্রে ভিড় কমবে ও লম্বা লাইন ছোট হয়ে আসবে। এর ফলে নির্বাচন দিবসে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের অপ্রয়োজনীয় ও অনুপযুক্ত ভূমিকা পালনের সুযোগও রহিত হবে।

ভোটকেন্দ্রে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির ভোটারদের সহায়তা করার অথবা দলীয় প্রতীক প্রদর্শন করার বহু ঘটনা আইআরআই প্রতিনিধি দল পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে প্রতিনিধি দল ভোটকেন্দ্রের আশপাশে প্রচারণা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছেন যা সরাসরি নির্বাচনী আইনের লঙ্ঘন।

গৃহীত ভোটসমূহ গণনা ও একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার অমিল আইআরআই পর্যবেক্ষকদের এই উপসংহারে উপনীত করেছে যে, নির্বাচন কর্মীদের জন্য আরও বিস্তারিত ও অভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের করা প্রয়োজন।

যাইহোক, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এমন একটি নির্বাচন আয়োজনের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও নেতা-নেত্রীগণ অভিনন্দনের দাবীদার।

আইআরআই প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন কন্সট্যান্স বেরি নিউম্যান, যিনি আইআরআই বোর্ড সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকান এ্যাফেয়ার্সের প্রাক্তন সহকারী সচিব। এছাড়াও কানাডা, গণচীন, জর্জিয়া, গ্রিস, হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ড থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সদস্যগণের মধ্যে রয়েছেনঃ জনস্ হপকিন্স স্কুল অব এডভ্যান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিসের রিসার্সার এনা ব্রোসেকভাস্কা; ওয়ার্ল্ড এন্ড চায়না ইন্সিটিটিউটের সভাপতি লি ফ্যান; মিখায়েল হিউনেয়াল্ট, সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট অফিসার ও এনালিস্ট, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি; নানা কাসাকাজভিলি, উপদেষ্টা, লেবার হেল্থ এন্ড সোসাল এফেয়ার্স মন্ত্রনালয়, জর্জিয়া; ইরক লি কাপতাদজি, ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারি অব ইউনাইটেড ন্যাশনাল মুভমেন্ট এন্ড মেম্বার অব জর্জিয়ান পার্লামেন্ট; র‍্যানাটা করোস, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, পোল্যান্ড; কন্সটানটেইন মার্কিস, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলেপমেন্ট এজেন্সি হেলেরিক এইড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গ্রিস; হিদার অরেঞ্জ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, কানাডা; তামারা অতিয়াসবিলি, কনসালটেন্ট, অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কো-অপারেশন, ইউরোপ অফিস, ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউসন এন্ড হিউম্যান রাইটস, স্কট পালমার, ইউএস হাউস অব রেপ্রেজেনটেটিভ ডেনিস হাস্টারের প্রাক্তন প্রধান সহকারী; ডেভ সোফিল্ড, সভাপতি, এক্সিকিউটিভ স্পিচ এন্ড প্রেজেন্টেশান কোচিং; জেন এস্তভান জেফ, প্রোজেক্ট ম্যানেজার ফর আইডিওএম ২০০০ কনসালটিং কোং., হাঙ্গেরী; যশুয়া হোয়াইট, পিএইসডি শিক্ষানবীশ, জনস্ হপকিন্স স্কুল অব এডভ্যান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস এবং আর্নেস্ট উকারসাম, ফিল্যান্স নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, ইউএসএ।

আইআরআই-এ কর্মরত কর্মকর্তাগণও নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করেছে। এর অগ্রভাগে ছিলেন আইআরআই-এর নির্বাহী সহ-সভাপতি জুডি ভ্যানরেস্ট; সিনথিয়া বার্ন্টন, রিজিওনাল ডিরেক্টর অব এশিয়া প্রোগ্রাম ও বাংলাদেশের রেসিডেন্ট কান্ট্রি ডিরেস্টর জেফরি ভ্যাননেস।

আইআরআই নভেম্বর ২০০৩ থেকে স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শক্তিশালীকরণ, রাজনীতিতে নেতৃত্বের উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলা, তরুণ ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, এবং যে সকল ব্যাক্তিবর্গ জনগণের বিভিন্ন নাগরিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে কাজ করেন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু করেছিল। আইআরআই স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদকেও (জানিপপ) সহায়তা দিয়ে থাকে, যেটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও নিয়োজন করে থাকে।

###